Released 11-9-1953

THE NEW THEATRES LIMITED

নবীন যাত্রা

SDS

দিলীপ সরকারের নিবেদন

নিউ থিয়েটার্সের

নবীন-যাত্রা

কাহিনী : মনোজ বসু

পরিচালনা ও সম্পাদনা : সুবোধ মিত্র

সঙ্গীত : পঙ্কজ মল্লিক

চিত্রনাট্য : বিনয় চ্যাটার্জি

— ভূমিকায় —

অমূল্য : সমরকুমার। ইন্দ্রাণী : দেববালা। হাসি গাঙ্গুলি : মলিনা। অমলা : মায়া মুখার্জি। শঙ্করীবালা : রেখা চ্যাটার্জি। নির্মল : বসন্ত চৌধুরী। অশোক : উত্তমকুমার। বলবন্ত : তুলসী চক্রবর্তী। ভবতারণ : হরি মোহন বসু। প্রসন্ন পণ্ডিত : বিনয় মুখার্জি। হরিপদ : দিলীপ মিত্র। মলয় : চন্দন কুমার। ভীমা : পারিজাত বসু। লক্ষ্মণ হাজরা : আশু বোস। সীতানাথ : কালি ব্যানার্জি। স্কুল মাস্টার : নরেশ বোস। স্কুল মাস্টার : কেষ্ট দাস।

: সংগঠনে :

শব্দযন্ত্র : শ্যামসুন্দর ঘোষ। চিত্রশিল্প : অমূল্য মুখার্জি। শিল্প-নির্দেশ : সুধেন্দু রায়। কর্মসচিব : জগদীশ চক্রবর্তী।

পরিস্ফুটন : পঞ্চানন নন্দন। মঞ্চ নির্মাণ : পুলিন ঘোষ। দৃশ্যপট : রামচন্দ্র শেণ্ডে। নৃত্য : অতীনলাল। শিল্পী সংগ্রহ : বীরেন দাস। ব্যবস্থাপনা : ছবি ঘোষাল।

— সহকারীগণ —

পরিচালনা : অনন্ত গোস্বামী, নির্মল মিত্র। সঙ্গীত : হারেন বল। চিত্রশিল্প : অমূল্য বোস, সুশান্ত মিত্র। শব্দযন্ত্র : অনিল নন্দন। সম্পাদনা : চারু ঘোষ। পরিস্ফুটন : তারাপদ চৌধুরী, সত্যেন বসু। মঞ্চ নির্মাণ : রতন প্যাটেল। মঞ্চ সজ্জা : রবীন চ্যাটার্জি, প্রহ্লাদ পাল। সাজ সজ্জা : যতীন কুণ্ডু। রূপ সজ্জা : মদন পাঠক, বুনো, শিবু। শিল্পী সংগ্রহ : ধীরেন দাস, গৌর দাস। ব্যবস্থাপনা : খগেন হালদার।

বি এ এফ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক : **অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ**

মূল্য দুই আনা

নবীন যাত্রা

ছেলে হারিয়ে ইন্দ্রাণী দেবী গ্রামে এলেন। গ্রামের মালিক তাঁরা। মেয়ে অমলা আর ছোট ছেলে মলয় এসেছে সঙ্গে।

কাছারির বারান্দায় প্রসন্ন-পণ্ডিত পাঠশালা চালান। কিন্তু আর বুঝি চলে না! নীলকুঠির জঙ্গল কেটে নির্মল নতুন ইস্কুল করেছে—যত ছেলে জুটেছে সেখানে। এক সময়ে স্বদেশী করত—বিষ-হারানো ঢোঁড়া হয়ে এখন গ্রামে বসেছে।

ইন্দ্রাণী পাঠশালা আবার জাঁকিয়ে তুলবেন। সমারোহে সরস্বতী পুজা হচ্ছে। যাত্রার দল এসেছে এই উপলক্ষে। অমূল্য ঐ দলে গোপিনী সাজে। খিদের জ্বালায় কুল খেতে গিয়ে সে ধরা পড়ল। আত্মরক্ষার জন্য অমলাকে তখন কুল ছুঁড়ে মারে। ধরে নিয়ে তাকে বেঁধে রাখল।

নির্মল নিমন্ত্রণে এসে দেখে এই কাণ্ড। কড়া কড়া মন্তব্য করছে —সমস্ত ইন্দ্রাণীর কাণে গেল। তবু ছাড়া পেল না অমূল্য। নিয়ে তুলল তাকে থানায় নয়—ভিতর-বাড়ি। বাড়ির ভিতরে এবং ইন্দ্রাণী মায়ের অন্তরের মণিকোঠায়। তাঁর মরা ছেলে ফিরে এলো নাকি?

কিন্তু কী বিপদ অমূল্যর! সন্দেশ খেতে হবে—নয় তো থানায় পাঠাবে। প্রাণের দায়ে তাই গলাধঃকরণ করতে হয়। শুতে হল স্প্রীংয়ের গদির উপর—যাতে সাড় পাওয়া যায় না, মনে হয় জলের উপর ভাসছে। অনেক দুঃখে ছুটি পেয়ে অবশেষে আসরে এসেছে। গান গেয়ে আজ খুশি করবে ইন্দ্রাণীকে; খুশি করে তাঁর কাছে টাকা চাইবে। টাকা পেলে সে নতুন যাত্রার দল খুলবে, এ দলে একটুও থাকতে চায় না।

গোপ-গোপিনী নাচ-গানে খুব জমিয়েছে—

মুচকি হেসে ও ললিতে হানছ কেন নয়না?
প্রাণ ময়না, ওরে ও প্রাণ ময়না,
ধিকি ধিকি তুষের আগুন,
মন যে সামাল রয় না—

উল্টো উৎপত্তি! ইন্দ্রাণী ক্ষেপে গিয়ে গান বন্ধ করে দিলেন। অধিকারীও সাজ ঘরে মারমুখি হয়ে পড়ল। অমূল্যকে ইন্দ্রাণী থাকতে দেবেন না এ-দলে; সকল ব্যবস্থা তিনি করবেন। অমূল্যও তাই চায়।

কিন্তু মতলব যে অন্য রকম! ইস্কুলে পড়াবেন তাকে, কলকাতা নিয়ে যাবেন। কি সর্বনাশ!

নিশি রাত্রে বেরিয়ে এসে সে সিঁদ খোঁড়ে। আলমারিতে টাকা থাকে, লক্ষ্য করেছে। টাকা চুরি করে নতুন দল খুলবে। কিন্তু কপাল খারাপ—ঘর ভুল করে ফেলেছে। ও-ঘরে থাকে দু-জন কর্মচারী—ভবতারণ ও বলবন্ত। তাড়া খেয়ে অনেক ছুটোছুটির পর বিছানায় আবার ভালমানুষ হয়ে শুয়ে পড়ল। অতএব চোর আর পাওয়া যাবে কোথায়—চোরের কাপড়ের এক টুকরো নেবু গাছে আটকে ছিল, বলবন্ত তাই নিয়ে এলো।

পরদিন অশোক এসে পড়ল। অশোকের বাপ অমলার পিতৃবন্ধু—এস্টেটের ম্যানেজারও। অদূরকালে মধুরতম সম্বন্ধ হবে অশোক আর অমলায়—কথাবার্তা ঠিক হয়ে আছে। অশোক সায়েন্টিফিক অফিসার হয়ে দূরদেশে যাচ্ছে—নিয়োগপত্র পায়নি যদিচ, কিন্তু পাবেই—সে ছাড়া

য়্যুনিভার্সিটির কোন ছাত্র এ ক্ষেত্রে রিসার্চ করে নি। যাবার আগে এঁদের সঙ্গে দেখাশুনো করতে এসেছে।

ওদিকে বিষম বিপদ, বই-শ্লেট এসে হাজির। অমূল্য মরিয়া—যাবেই সে চলে। তখন সেই ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো বের করলেন ইন্দ্রাণী। যাবার চেষ্টা করলে চোর বলে পুলিসে ধরিয়ে দেবেন। প্রসন্ন পণ্ডিতের সঙ্গে ঠিক হল, অমূল্য আর মলয় দু-জনে পাঠশালায় যাবে। রাতে অমূল্য শোবে ভবতারণ ও বলবন্তর সঙ্গে। দিনে প্রসন্ন, রাতে ওরা দু'জন—সর্বক্ষণ জুড়ে পাহারা।

পাখী-শিকারে গিয়ে অশোক নীলকুঠির কাছাকাছি হাজির। মজা দীঘির ভিতর সাপে কাটল নাকি? উঁহু—সে সব কিছু নয়, পরখ করে দেখে নির্মল অভয় দিল। তার পরে পাখী শিকার করে দিল অমলার কাছে যাতে তার মান বাঁচে। অমলাও এলো এমনি সময়। রাগে সে জ্বলছে। ইস্কুলের ক্ষেতের কাঁকুড় তুলছিল, ছেলেদের সঙ্গে সেই সময় বচসা হয়েছে। নির্মলের 'পরেও সে আগুন। 'গেঁয়ো ইস্কুলের গেঁয়ো মাস্টার—না আছে শিক্ষা, না আছে সহবৎ'...

মায়ের সামনে অমলা ঐ ইস্কুলের প্রসঙ্গ তোলে। ভবতারণ টিপ্পনী কাটেন। জমিদারের এক জায়গা দখল করে আছে, বাঁশ কাটছে, ঘর বাঁধছে—কিন্তু এর খাজনাও নির্মল সেরেস্তায় দেয় না। ইন্দ্রাণী স্বচক্ষে সমস্ত দেখে আসতে চান—নিজে দেখে বিহিত করবেন।

হাঙ্গামা বাধতে পারে, সেজন্য তৈরি জমিদারের দল। কিন্তু, নির্মলই হাসিমুখে সকলের অভ্যর্থনা করে। নির্মলের পূর্ব কাহিনী শোনা আছে—নীলকুঠির এই পুরাণো চৌবাচ্চার মধ্যে সেকালে অস্ত্র লুকিয়ে রাখত। এখন গড়ে তুলবার দিন—মানুষ গড়বে। সে মানুষ আর অস্ত্র চালাবে না, হত্যার যুগ উত্তীর্ণ করে দেবে। অভিভূত হলেন ইন্দ্রাণী। পাঠশালা নয়—সমস্ত সদর-বাড়িটা নিয়ে আদর্শ ইস্কুল গড়ে তুলবেন তিনি।

পাঠশালা পালিয়ে অমূল্য একদিন ছুটতে ছুটতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঐ চৌবাচ্চায়। কি সর্বনাশ—ইস্কুল যে এখানেও! না হে—এ ভারি মজার ইস্কুল। পড়তে হয় না, শুধুই খেলা।

আপাততঃ চড়ুইভাতির জন্য মাছের দরকার। তা অমূল্য খুব পারবে। দীঘিতে সে নেমে পড়ে।

প্রসন্ন পণ্ডিত অগ্নিশর্মা কিন্তু ইন্দ্রাণী খুশি। যাক্ না দুই ছেলে দু-জায়গায়। দেখা যাক্ কালি মাখিয়ে পণ্ডিত মশায় কি করতে পারেন—আর কাদা মাখিয়ে নির্মলই বা কি করে!

বিলাতী ডিগ্রিধারী হাসি গাঙ্গুলি আসছেন ইন্দ্রাণীর ইস্কুলের ভার নিতে। নির্মলকেও চাই। শিক্ষা দীক্ষা তেমন না থাক, ইস্কুল গড়বার তার আশ্চর্য ক্ষমতা। ইন্দ্রাণী নিজে চললেন আবার কুঠির ইস্কুলে। পথঘাট পরিষ্কার করতে গিয়েছিল ছেলেরা —তাদের নিয়ে নির্মল ফিরল।

এই সব তো করে বেড়ায় —লেখাপড়া করে কিছু? 'অ-আ'টা শিখতে পারল অমূল্য?

হাসি গাঙ্গুলির চিঠি অমূল্যর হাতে দিয়ে নির্মল বলে, পড়ে শোনাও তো কি লিখেছেন।

স্তম্ভিত সকলে। অশোক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, কি মন্তোর জানেন নির্মল বাবু? কি কায়দায় পড়লে?

পড়ায় না তো নির্মল। নানা খেলার মধ্যে ছেলেরা পড়া-পড়া খেলে কখনো কখনো। আর, এই কুঠির ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে নির্মল যাবে না ইন্দ্রাণীর ওখানে। বড়লোকের সদরে সেকালে পিলখানায় হাতি আস্তাবলে ঘোড়া বাঁধা থাকত। একালে সদরবাড়িতে তেমনি ইস্কুল করবার রেওয়াজ। ছেলে-পুলের কচি কচি মন হেলাফেলার বস্তু নয়— হাই-ইস্কুলের বাঁধা ছকে পোষাবে না তার।

অপমানিত ইন্দ্রাণী ফিরে এলেন। ভাঙতেই হবে নির্মলের ইস্কুল। সবাই জমিদারের প্রজাপাটক—ছেলে-পুলে সকলে তাঁর ওখানে পাঠাবে। হাসি এসে গেছেন। সেকেলে পণ্ডিত প্রসন্ন এখন বাতিল। কিন্তু এত চেষ্টাতেও ছেলে আসছে না। ইন্দ্রাণীর ক্ষোভের সীমা নেই।

খবর এল নির্মলের নামে। সেই বহু-ঈপ্সিত চাকরি—অশোকের যা নিশ্চিত পাবার কথা—নির্মলকে দিয়েছে। নির্মলের আরও পরিচয় পাওয়া গেল—তার লেখা দেশ বিদেশের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পত্রিকায়। অশোক অভিনন্দন জানায়, 'আপনি যোগ্যতম নির্মলবাবু। বয়সে আমার চেয়ে ছোটই হবেন, কিন্তু আপনার পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

কিন্তু চাকরি নির্মল নেবে না, এখানকার কাজ নিয়েই থাকবে। অমলার এ কি মূর্তি অকস্মাৎ! মেয়েটা নিজেও জানত না, কলহ-বিবাদের মধ্য দিয়ে নির্মলের এত কাছাকাছি এসে পড়েছে।

'অশোক বাবু কে আপনার যে তাঁর খাতিরে ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন? কে বোঝে এখানে আপনার মর্যাদা? পাগল আপনি—কাণ্ডজ্ঞান হীন!'

ঠিক এমনি কথাই নির্মলের বাপ-মা বলতেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার জন সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। এতকাল পরে আবার শুনছে অমলার মুখে।

অমলার আশ্বাস-ভরা প্রশ্ন, 'শুনবেন তা হলে আমার কথা?'

নির্মল বলল, 'সেদিন তাঁরা শোনাতে পারেন নি, আপনিও পারবেন না। আমায় স্নেহ করলে শুধু কষ্টই পেতে হয়…'

ছেলেদের পরীক্ষা করে নেওয়া হচ্ছে, কে কোন শ্রেণীর উপযোগী। মলয় টুকছে। ধরা পড়তে অমূল্য তার দোষ নিজের ঘাড়ে নেয়। তার দুর্নামে কারও আসে যায় না, কিন্তু মলয়ের জন্য ইন্দ্রাণীর মাথা নিচু হবে যে!

মলয়ের পরীক্ষার খাতা সরাবার জন্য অমূল্য প্রসন্ন পণ্ডিতের বাসায় হানা দেয়। কিন্তু প্রসন্ন অসুস্থ। তাঁর সেবা করে, পথ্য রেঁধে খাওয়ায়। একাত্মতা অনুভব করে—তার কেউ নেই, নেই প্রসন্নরও। প্রসন্ন খাতার বাণ্ডিল তার হাতে দিলেন নির্মলের কাছে পৌছে দেবার জন্য। অমূল্য তখন আর এক মানুষ।

'আমার কিছু হল না নির্মল-দা। মিথ্যে কথা বলেছি, ঠকিয়েছি—মাস্টার মশায়দের—'

নির্মল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমার ইস্কুল থেকে বিদ্যাসাগর উদয় হবেন বলেছিলাম—তুই আমার সেই মিথ্যেবাদী বিদ্যাসাগর…'

ইন্দ্রাণীও বলেন, 'ডাহা মিথ্যেকথা অবাধে বলে গেল—এ তুমি ভাল বলতে চাও নির্মল?'

নির্মল বলে, 'সত্যনিষ্ঠা বড় জিনিস—তার চেয়ে বড় হল হৃদয়। বেতের পর বেত পড়তে লাগল, অবাধে, তবু মিথ্যে বলে গেল—অমূল্যর এত শক্তি আর এমন হৃদয়—'

অভিভূত ইন্দ্রাণী তার হাত জড়িয়ে ধরলেন। 'মনের মতো

গান

হা'রে রেরে রেরে
রুকবে আমায় কেরে? বাঁধবে আমায় কেরে?
ছুটবো আমি লুটবো মজা
সবুজ মাঠে মাঠে রে।

তোমার আগে আমরা সবাই এসেছি
বিনা বাধায় খুশীর হাওয়ায় আমরা ভেসেছি
আয় না ছুটে দলে দলে
ঝাঁপিয়ে পড়ি দীঘির জলে
যেমন করে গাংচিলেরা
ঝাঁপ দিল ঐ জলে রে॥

আজ ছড়িয়ে দেছে সুয্যিমামা সোনা রে
আকাশ মাটি আলোর জালে বোনা রে।
জালখানিরে দিলাম ফেলে
দেখি কী আজ ভাগ্যে মেলে
দেখবো আমি কী আছে যে
দীঘির কালো জলে রে॥

শিক্ষালয় তুমি গড়ে তোলো, অমূল্যর মতো দুর্ভাগারা যাতে মানুষ হতে পারে। তুমিই পারবে। এরা বেত মেরে শুধু পিঠেই দাগ করে, মনের উপর দাগ বসাতে পারে না।

কিন্তু হতে দেবে তা ষড়যন্ত্রীরা? রাত দুপুরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল নির্মলের ইস্কুলবাড়ি। ঘরের মধ্যে প্রসন্ন পণ্ডিত, আর্তনাদ করছেন। অমূল্য তাঁকে বের করে নিয়ে এলো। কিন্তু সর্বাঙ্গ পুড়ে গেছে, ছটফট করছে সে।

ব্যাকুল ইন্দ্রাণী ছুটতে ছুটতে এলেন। কতদিনের সাধ, অমূল্য 'মা' বলে ডাকবে! সর্বনাশা আগুনের আলোয় মায়ের বুকে ছেলে। 'মা' 'মা' বুলি মৃত্যু-পথিকের মুখে। 'বড্ড ঘুম আসছে মা, আমি ঘুমোই—'

ইস্কুল আবার হবে। অমলা সহকর্মিণী হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্মলের পাশে।

গান

এই জীবন মোদের যেন অভিনয়,
        এই ত আছে এই নাহি রয়।
হেথায় হোথায় বায়না ধরি,
        মুখে মোদের মুখোস পরি
(সেই) অধিকারীর কৃপার গুণে
        পালা মোদের সারা যে হয়।
মোদের খেয়া বাঁধা আছে এই যে তীরে,
        কাল হয়ত যাবে তার নোঙর ছিঁড়ে।
যা নই মোরা তাই তাই যে সাজি
        আমরা যেন আতসবাজি
সংসারের এই নাট্শালায় সঙ্ ছাড়া মোরা আর কিছু নয়,
        মোদের সবই ফাঁকা সবই ফাঁকি,
                কোলাহলে মেতে থাকি।
মোরা হেসে হাসাই কেঁদে কাঁদাই,
        জাঁকজমকে চোখ যে ধাঁধাই
(নবীন) যাত্রা ক'রে যাই যে চলে
        গাই চিরদিনই মোরা তাঁরই জয়।

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৮৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭বি, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত।